ক্যারিয়ার

ড্রোন ওড়ে, ওড়ে স্বপ্ন

মেজবাহ নূর

স্কুলজীবন থেকেই ড্রোনের প্রতি আগ্রহ ফয়সাল হোসেনের। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বড় ভাই ফরহাদ হোসেনের কাছে ইলেকট্রনিকসের খুঁটিনাটি শিখতে শুরু করেন। সেই ধারাবাহিকতায় স্কুলের বিজ্ঞান মেলাগুলোতে নিয়মিত অংশ নিয়েছেন তিনি। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুলের এক বিজ্ঞান মেলায় তাঁর প্রকল্প ছিল—স্বয়ংক্রিয় লেভেল ক্রসিং। পরে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুকলের মতো প্রকল্পও হাতে নিয়েছেন তিনি।

নবম শ্রেণি থেকে ড্রোনের প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। ইউটিউব দেখে শিখেছেন ড্রোন তৈরির কৌশল। টিফিনের জমানো টাকা আর বাবার কাছ থেকে পাওয়া হাজার দশেক টাকা নিয়ে ঢাকার নবাবপুর, পাটুয়াটুলী, নানা এলাকা ঘুরে ফ্রেম, মোটর, ব্যাটারিসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ কিনে ফেলেন। প্রায় সাত মাসের চেষ্টায় প্রথম উড়তে সক্ষম হয় ফয়সালের ড্রোন।

এখন তিনি পড়ছেন ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস কৌশল বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষে। এত দিনে ড্রোন নিয়ে তাঁর কার্যক্রমের পরিসর আরও বড় হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে ড্রোনসংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন তিনি।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলার সময়ই মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। রোবোল্যুশন '১৬ শিরোনামের সেই আয়োজনে প্রথমবারের মতো যুক্ত ছিল ড্রোনবিষয়ক প্রতিযোগিতা। সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করে সবাইকে অবাক করে দেন ফয়সাল। এরপর থেকে তাঁর যাত্রা স্বপ্নের মতোই। ২০১৬ সালে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গুগল ডেভেলপার গ্রুপ-সোনারগাঁও' আয়োজিত একটি ড্রোনবিষয়ক কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন ফয়সাল। বিভিন্ন কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজের পাশাপাশি ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি আয়োজিত 'কোয়াডকপ্টার চ্যালেঞ্জ', নটর ডেম কলেজ আয়োজিত 'ড্রোন চ্যালেঞ্জ'-এর মতো বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ২০১৯ সালে কাজ করেছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি থ্রিডি ম্যাপিং-সংক্রান্ত প্রকল্পে। সম্প্রতি 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রোন স্পেশালিস্ট' হিসেবে সুন্দরবন এলাকার তথ্য সংগ্রহের একটি গবেষণামূলক প্রকল্পেও অংশ নিয়েছেন তিনি, যার পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল ইউএসএইড ও 'ইউএস ফরেস্ট সার্ভিস'। এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে নিয়মিতই অংশ নিচ্ছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ শিক্ষাবর্ষে এসে বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফকির মাশুক আলমগীরের অধীনে ফয়সাল কাজ করছেন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের একটি প্রকল্পে।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন। ছবি : খালেদ সরকার

ফয়সাল বলেন, 'আমি স্বপ্ন দেখি, একসময় এ দেশে শুধু ড্রোন নিয়েই আলাদা একটি গবেষণা কেন্দ্র হবে। বাইরের দেশে ড্রোনের মাধ্যমে এরই মধ্যে মানুষ অনেক ধরনের সেবা পাচ্ছে। পণ্য ডেলিভারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামরিক বা নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ড্রোন। ড্রোন অ্যাম্বুলেন্সের ধারণাও শিগগিরই হয়তো বাস্তবায়িত হবে। আমি চাই, এ দেশেও ড্রোন নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা হোক, মানুষ এই প্রযুক্তির সুফল পাক।'